০/৫

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোনঃ চেয়ারম্যান- ৫৫০১৩৭১২, সার্বক্ষণিক সদস্য- ৫৫০১৩৭১৪, সচিব- ৫৫০১৩৭১৬
ওয়েব সাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

সূত্রঃ এনএইচআরসিবি/অভি:তদ:/২৬৮/১৫-৭২৬৬ তারিখ: ০৮ জানুয়ারি ২০১৯

বিষয়ঃ **তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত।**

বিগত ০১/০১/২০১৯ইং তারিখ দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে নির্বাচন সংক্রান্ত এক প্রেস-ব্রিফিং এর আয়োজন করা হয়। সেখানে দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকার প্রতিনিধি "ধানের শীষে ভোট দেওয়ায় ৪ সন্তানের মাকে আওয়ামী লীগ কর্মীদের গণধর্ষণ"-শীর্ষক একটি নিউজ অনলাইনে প্রকাশের বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কমিশনের পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), (জেলা ও দায়রা জজ)-এর নেতৃত্বে একটি তিন (০৩) সদস্য বিশিষ্ট তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করেন।

০২। তথ্যানুসন্ধান দল পরদিনই (০২/০১/২০১৯) ঘটনাস্থলে গিয়ে ভিকটিম পারুল বেগম, ভিকটিমের স্বামী ও থানায় এজাহারকারী মোঃ সিরাজ, চর চব্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ নিজাম উদ্দিন, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক জনাব সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল আজিম, পুলিশ সুপার মোঃ ইলিয়াছ শরীফ ও জেলা প্রশাসক তন্ময় দাসের সাথে কথা বলেন এবং তাদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন।

০৩। এ কমিটি তথ্যানুসন্ধান শেষে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের নিকট দাখিলকৃত তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনে মতামত দেন যে, 'এজাহারে উল্লেখিত আসামী (১) মোঃ সোহেল (২) হানিফ (৩) স্বপন (৪) চৌধুরী (৫) বেচু (৬) বাসু প্রঃ কুড়াইল্যা বাসু (৭) আবুল (৮) মোশারফ (৯) ছালাউদ্দিন এর ভিমটিম পারুল বেগমকে প্রচন্ড মারপিট করে তার হাড় ভাঙ্গা জখমসহ নীলা, ফুলা, ছিলা ও ফাটা জখম তথা ভোঁতা অস্ত্র দ্বারা গুরুতর আঘাত করার এবং তাকে ধর্ষণ করার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়। তবে, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাথে ভিকটিম পারুল বেগমের মারপিট ও ধর্ষণের শিকার হওয়ার কোন সম্পর্ক তদন্তকালে তদন্ত কমিটির সামনে উন্মোচিত হয়নি। বরং, ভিকটিমের স্বামীর দায়েরকৃত এজাহারের ভাষ্য মতেই এটি আসামীদের সাথে পারুল বেগমের পরিবারের পূর্ব শত্রুতার জের।' তথ্যানুসন্ধান কমিটি তাদের সুপারিশে জানান যে, 'ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।'

০৪। এ ঘটনার সাথে যে বা যারা জড়িত থাকুক না কেন তাদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে মর্মে কমিশন সরকারের প্রতি জোর সুপারিশ করছে।

০৫। উল্লিখিত তথ্যানুসন্ধান কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদনটি আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: ০৩ (তিন) ফর্দ।

০৮/০১/১৯

(হিরণ্ময় বাড়ৈ)
সচিব (সরকারের অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ৫৫০১৩৭১৬ (দপ্তর)

১. **সচিব**
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২. **সচিব**
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

<u>অনুলিপি (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

❖ পটভূমি:

বিগত ০১/০১/২০১৯ইং তারিখ দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে কমিশনের কনফারেন্স কক্ষে নির্বাচন সংক্রান্ত এক প্রেস-ব্রিফিং এর আয়োজন করা হয়। সেখানে "দ্য ডেইলি স্টারের" প্রতিনিধি জানান যে, তারা নোয়াখালীর সুবর্ণ চরের পারুল বেগমকে গণধর্ষণের বিষয়ে "ধানের শীষে ভোট দেওয়ায় ৪ সন্তানের মাকে আওয়ামী লীগ কর্মীদের গণধর্ষণ"-শীর্ষক একটি নিউজ অনলাইনে প্রকাশ করেছেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক সাংবাদিকদের জানান যে কমিশন নির্বাচন পূর্ববর্তী, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তি সময়ে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিকে সর্তক দৃষ্টি রেখেছে। কমিশন এ বিষয়ে একটি সার্বক্ষণিক বিশেষ কন্ট্রোলরুম নির্বাচনের আগের দিন থেকে নির্বাচনের পরের দিন পর্যন্ত চালু রাখে। কমিশনের নিকট উল্লিখিত বিষয়ে কোন অভিযোগ আসেনি। যেহেতু "দ্য ডেইলি স্টারের" প্রতিনিধি "ধানের শীষে ভোট দেওয়ায় ৪ সন্তানের মাকে আওয়ামী লীগ কর্মীদের গণধর্ষণ"-শীর্ষক একটি নিউজ অনলাইনে প্রকাশের বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তাই স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

❖ অভিযোগ গ্রহণ:

০১/০১/২০১৯ইং তারিখেই মাননীয় চেয়াম্যান কাজী রিয়াজুল হক সাংবাদিক সম্মেলন শেষে "দ্য ডেইলি স্টারের" অনলাইনে প্রকাশিত "ধানের শীষে ভোট দেওয়ায় ৪ সন্তানের মাকে আওয়ামী লীগ কর্মীদের গণধর্ষণ"-শীর্ষক সংবাদটি ডাউন-লোড করার নির্দেশ দেন। তিনি কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ ও কর্মকর্তাদের নিয়ে নিজ চেম্বারে প্রচারিত সংবাদের বিষয়ে জরুরি বৈঠক করেন এবং কমিশনের ম্যান্ডেট অনুযায়ী স্বপ্রণোদিত হয়ে "ধানের শীষে ভোট দেওয়ায় ৪ সন্তানের মাকে আওয়ামী লীগ কর্মীদের গণধর্ষণ"-শীর্ষক সংবাদটিকে অভিযোগ আকারে আমলে গ্রহণ করেন।

❖ তদন্ত কমিটি গঠন:

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক-এর নির্দেশে কমিশনের সচিব মহোদয় একই ০১/০১/২০১৯ইং তারিখের এনএইচআরসিবি/অভি:তদ:/২৬৮/১৫-৭২৬১ নং স্মারক মূলে গৃহীত অভিযোগ সরজমিনে তদন্তপূর্বক ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করে চিঠি ইস্যু করেন।

তদন্ত কমিটির সদস্যরা হলেন:

(ক) আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীর
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), (জেলা ও দায়রা জজ) এনএইচআরসিবি

(খ) মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন
উপ-পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), এনএইচআরসিবি

(গ) সুস্মিতা পাইক
উপ-পরিচালক, এনএইচআরসিবি

আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীরকে কমিটির আহ্বায়ক করা হয়।

৬/১/২০১৯

❖ তদন্তকালে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

১। নোয়াখালী জেলার চর জব্বার থানায় পারুল বেগমকে গণধর্ষণ ও গুরুতর আঘাত করা হয়েছে কী-না?
২। পারুল বেগমের ধর্ষণ ও গুরুতর আহত হওয়ার সাথে গত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন সম্পর্ক আছে কী-না?

❖ তদন্তকালে গৃহীত কার্যক্রম:

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হকের নির্দেশে তদন্ত কমিটি গঠনের পরের দিনিই অর্থাৎ ০২/০১/২০১৯ ইং তারিখে ঘটনাস্থলে যায়। তদন্তকালে তদন্ত কমিটি ভিকটিম পারুল বেগম, ভিকটিমের স্বামী ও থানায় এজাহারকারী মোঃ সিরাজ, চর চব্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ নিজাম উদ্দিন, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক জনাব সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল আজিম, পুলিশ সুপার মোঃ ইলিয়াছ শরীফ ও জেলা প্রশাসক তন্ময় দাসের জবানবন্দী গ্রহণ করে।

তদন্ত কমিটি তদন্তকালে প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ফরম, এজাহার ও ধৃত আসামীকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদনের ফটোকপি চর জব্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থেকে এবং ভিকটিমের হাসপাতালে ভর্তি ফরম, ব্যবস্থাপত্র ও ইনজুরী সার্টিফিকেটের ফটোকপি ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। তদন্ত কমিটি তদন্তকালে প্রস্তুত না হওয়া প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট ০৩/০১/২০১৯ইং তারিখে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের কাছ থেকে সংগ্রহ করে।

তাছাড়া, তদন্তকালে তদন্ত কমিটি ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক, গাইনীর ডাক্তার, ভিকটিমের কাছে উপস্থিত লোকজনকে পৃথক পৃথকভাবে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

❖ দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনা:

ভিকটিম পারুল বেগম তার জবানবন্দীতে বলেন যে, রবিবার রাত ১২:০০ টার সময় ঘটনা, তিনি ১৪নং ভোট কেন্দ্রে যান, তাকে নৌকায় ভোট দিতে বলে, তিনি বলেন তার ভোট তিনি দিবেন, তখন বলে যে যান বিকাল বেলা খবর আছে, সোহেল বলে রাইতে দেখা করবে, সন্ধ্যার পর তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েন, রাত ১২:৩০ মিনিটের দিকে দরজায় ঠাস ঠাস শব্দ করে, তারা কে জানতে চাইলে বলে যে থানা থেকে লোক এসেছে, তিনি নিজে তখন দরজা খুলে দেন, তারা ১০ জন তার ঘরের ভিতর ঢুকে, তখন ঘরে বাতি জ্বলছিল, তিনি বলেন যে সোহেল ভাই ঘরের বেড়া কুপাচ্ছেন কেন, তাদের হাতে লাঠি ছুড়ি ইত্যাদি ছিল, তারা সবাই তার প্রতিবেশী, তারা রুহুল আমিন মেম্বারের লোক, সোহেল, স্বপন, চৌধুরী তারা ৩ জন তার মেয়ের রুমে যান, মেয়ের সাথে খারাপ কাজ করতে চেয়েছিল, তিনি বলেন যে তার মেয়ে ছোট, তাদের হাতে পায়ে ধরেন, বলেন যে যা করার তার সাথে করতে, তার মেয়ে ক্লাশ সেভেনে পড়ে, সে স্কুলে যায়, তার মেয়ের নাম শাবনূর, তার বয়স ১৬ বৎসর, স্বপন মেয়েকে ছেড়ে দিতে বলে, তারা তার সিন্ধুক থেকে ৪০ হাজার টাকা নেয়, তার ছেলের মোবাইল নিয়ে যায়, তারা বাতি বাড়ি দিয়ে ভেঙ্গে ফেলে, তার স্বামীকে তার বিছানায় এবং সন্তানদেরকে এক বিছানায় বাঁধে, তাকে তারা টানা হ্যাচড়া করে ঘরের বাইরে আনে, বেচু তার হাতের মোটা লাঠি দিয়ে তার সারা শরীরে বাইরায়, তিনি মাটিতে পড়ে গেলে তার সারা শরীরের কাপড় নিয়ে নেয়, গায়ের ব্লাউজ দ্বারা তার মুখ বাঁধে, তারপর

একের পর এক মিলে ১০ জন তাকে ধর্ষণ করে, তারা চলে যাওয়ার সময় আবু জবাই করে পুকুরে ফেলে দিতে বলে, অন্য একজন হাতে বাড়ী দেয়, তিনি অজ্ঞান হয়ে যান, রাত ২:০০ টার সময় তার স্বামী পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে তাকে উদ্ধার করে, তার বুকে তারা কামড়ায়।

ভিকটিমের স্বামী মোঃ সিরাজ উদ্দিন তার জবানবন্দীতে বলেন, তিনি ভোট দিতে যাননি, তার স্ত্রী ভোট দিতে গিয়েছিল, তার স্ত্রীর নাম পারুল বেগম, রবিবার রাত ১২/১২:৩০ মিনিটের দিকে তার ঘরের দরজায় বাড়ি দেয়, তিনি তখন ঘুমাছিলেন, তিনি কে জিজ্ঞাস করলে একজন বলে যে, তারা আইনের লোক তার স্ত্রী তখন দরজা খুলে দেয়, তখন তার স্ত্রী দেখে যে, সালাউদ্দিন, সোহেলসহ মোট ১২/১৩ জন লোক, ঐ লোকগুলো ঘরে ঢুকেই তার স্ত্রীকে বাইরা বাইরি শুরু করে দেয়, ঐ লোকগুলো তাকে ও তার ৪ সন্তানকে বেঁধে ফেলে, তার মেয়েকে ধর্ষণ করতে উদ্যোগ নেয়, তাদের মধ্যে একজন মেয়েছেলের উপর কোন অত্যাচার না করতে বলে, তখন অন্যরা তার মেয়েকে ছেড়ে দেয়, তখন লোকগুলো তার স্ত্রীকে ঘর থেকে ১৫/২০ হাত দূরে নিয়ে যায়, তিনি আর কিছু বলতে পারেন না, ঐ ১২/১৩ জনের প্রত্যেকে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে, তারা চলে গেলে যখন সব নীরব হয় তখন তিনি কামড়িয়ে তার বাঁধন ঘুলে তার সন্তানদেরও বাঁধন খুলে দেয়, তারপর তিনি বের হয়ে দেখেন যে তার স্ত্রী উলঙ্গ ও অজ্ঞান, তিনি তার কম্বল দিয়ে স্ত্রীকে ঢেকে দিয়ে সবাই মিলে ঘরে ঢুকান, ঘটনার সময় তাদের ডাক-চিৎকারে কেউ বের হয়ে আসে নি, রাত ১/২ টার দিকে তার স্ত্রীকে ঘরে ঢুকান, পরের দিন দুপুর ১২/১ টার দিকে তার স্ত্রীকে হাসপাতালে আনেন, হাসপাতালে ভর্তি করার পর হাসপাতালে দারোগা আসে, সে তাকে থানায় নিয়ে যায়, সে এজাহার লিখে, তিনি স্বাক্ষর করেন, তার ধারণা রুহুল আমিন মেম্বার এই কাজ করিয়েছে, তার নাম এজাহারে নেই।

ভিকটিমের স্বামী মোঃ সিরাজ উদ্দন ৩১/১২/২০১৮ইং তারিখে চর জব্বার থানায় দাখিল কৃত এজাহারে উল্লেখ করেন যে, গত ৩০/১২/২০১৮ইং তারিখ দিবাগত রাত্র অনুমান ০০:৩৫ ঘটিকার সময় তিনি তার স্ত্রী পারুল আক্তার (৪০) এবং তার ছেলে মেয়েসহ ঘরে ছিলেন, হঠাৎ তার নাম ধরে বাহির হতে ডাক দিলে তার স্ত্রী পরিচয় জানতে চাইলে "আমি ছালা উদ্দিন" বলে পরিচয় দেন, ছালা উদ্দিনের বাড়ী তাদের পার্শ্ববর্তী বিধায় তার স্ত্রী দরজা খুলে দেওয়া মাত্র আসামীগণ পূর্ব বিরোধের জের ধরে ঘরে ঢুকে তাকে ও তার স্ত্রীকে মারধর শুরু করে, এক পর্যায়ে আসামীরা তাকে ও তার ছেলে মেয়েদেরকে তাদের ঘরে থাকা মেয়েদের ওড়না, তার ব্যবহৃত মাফলার দ্বারা হাত এবং মুখ বেঁধে রেখে তার স্ত্রীকে ঘরের বাহিরে রান্না ঘরের পশ্চিম পার্শ্বে পুকুরের পূর্ব পাড়ে নিয়ে আসামীরা তার স্ত্রী পারুল আক্তারকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেন, পরবর্তীতে আসামীরা চলে যাওয়ার সময় তার ঘরের টিনের বেড়া কোপিয়ে ও পিটিয়ে ভাংচুর করে অনুমান ৫,০০০/- টাকার ক্ষতি সাধন করে, আসামীরা চলে গেলে সে অনেক কষ্টে তার বাঁধন খুলে এবং ছেলে মেয়েদের বাঁধন খুলে, ঘটনাস্থলে গিয়ে তার স্ত্রীকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দেখেন, তখন তিনি শোর চিৎকার করতে থাকলে পার্শ্ববর্তী বাড়ীর জোলেখা ও লায়লাসহ আসলে তাদের সহযোগীতায় তার স্ত্রীকে ঘরে আনে এবং পরবর্তীতে স্ত্রীকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করান।

আবাসিক ডাক্তার সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল আজিম তার জবানবন্দীতে বলেন যে, ভিকটিমের নাম পারুল বেগম, তাকে ৩১/১২/২০১৮ইং দুপুর ১:০০ টার সময় তাদের ওয়ার্ডে ভর্তি করেন, প্রথমে ১২:২৫ মিনিটে ইমার্জেন্সিতে আসে, ভিকটিমের দুই ব্রেস্টে ও বাম বাহুতে গুরুতর আঘাত ছিল, পায়ে ফোলা জখম

৬/১/১৯ইং

ছিল, ভিকটিমের ডান হাতের তালুর বিপরীত দিকে ভাঙ্গা জখম ছিল, প্যাথলজিক্যাল টেস্ট বাকী আ সেটা হলে বুঝা যাবে যে সে ধর্ষিতা হয়েছিল কি না, সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল।

ইনজুরী সার্টিফিকেট ও এক্সরে রিপোর্ট দৃষ্টে দেখা যায় যে, ভিকটিম পারুল বেগমের বামস্তনে ক্ষত ও কালসিটে দাগ ছিল, ডান স্তনের নিপলের চতুর্দিকে ক্ষত ও কালসিটে দাগ ছিল, ডান বাহুতে ক্ষত ও কালসিটে দাগ ছিল যেখানে সেলাই করা হয়েছে, ডান হাতের তালুর বিপরীতে দিকে ভাঙ্গা জখম যেখানে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে। এছাড়াও ভিকটিমের সমগ্র শরীরে অসংখ্য ক্ষত ও কালসিটে দাগ বিদ্যমান। পরবর্তীতে সংগৃহীত প্যাথলজিক্যাল রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, "Smears show cellular materials showing many superficial and Intermediate squamous epithelial cells showing Inflammatory change. Background shows numerous acute and chronic inflammatory cells. **Few mature spermatozoa are seen."**

সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ নিজাম উদ্দিন, পুলিশ সুপার মোঃ ইলিয়াছ শরীফ, জেলা প্রশাসক তন্ময় দাস তাদের বক্তব্যে ভিকটিম পারুল বেগমকে প্রচন্ড মারপিট করা হয় মর্মে উল্লেখ করেন। তবে, তার ধর্ষণের বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারেন নি।

তদন্ত কমিটি তদন্তকালে ভিকটিম পারুল বেগমের শরীরের অসংখ্য স্থানে কালসিটে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পায়। জবানবন্দী প্রদানকালে সে কাতরাচ্ছিল।

ভিকটিম পারুল বেগমের জবানবন্দী, তার স্বামী মোঃ সিরাজ উদ্দিনের জবাবন্দী, আবাসিক ডাক্তার সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল আজিমের জবানবন্দী, ইনজুরী সার্টিফিকেট ও এজাহার একত্রে বিশ্লেষণে এবং সংশ্লিষ্ট অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসকের সমর্থনমূলক বক্তব্য থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে ভিকটিম পারুল বেগমকে লাঠি বা ভোঁতা অস্ত্র দ্বারা বেদম প্রহার করে ফাঁটা, হাড় ভাঙ্গা, ফোলা ও কালসিটে গুরুতর জখম করা হয়েছে।

ভিকটিম ও তার স্বামীর জবানবন্দী, এজাহারের ভাষ্য এবং ইনজুরী সার্টিফিকেট (স্তনের আঘাত ও কালসিটে দাগ যা সম্ভবত কামড়ানোর আঘাত) ও প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট একত্রে বিশ্লেষণে এবং গাইনী ডাক্তারের সাথে কথা বলে প্রাথমিক ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ভিকটিম পারুল বেগমকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

এজাহারে ভিকটিম ধানের শীষের নেতা কর্মী সমর্থক হওয়া বা তার ধানের শীষে ভোট দেওয়া বা আসামীগণ নৌকা প্রতিকের নেতা, কর্মী, সমর্থক, পোলিং এজেন্ট হওয়া বা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উক্ত নির্বাচনী বিরোধের জের ধরে পারুল বেগমের মারপিট ও ধর্ষণের শিকার হওয়া মর্মে উল্লেখ নেই। বরং এজাহারে আসামীদের নাম সুনির্দিষ্ট ও কোন অজ্ঞাত আসামীর কথা উল্লেখ নেই। এজাহারে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আসামীরা পূর্ব শত্রুতার জের ধরে ভিকটিমকে মারপিট ও ধর্ষণ করে।

পারুল বেগম তদন্ত কমিটির সামনে প্রদত্ত জবানবন্দীর কোথাও বলেন নি যে, তিনি ধানের শীষে ভোট দিয়েছেন বা তিনি ধানের শীষ প্রতিকের নেতা, কর্মী, সমর্থক বা আসামীরা ধানের শীষের বিপরীত দলের নেতা, কর্মী, সমর্থক বা পোলিং এজেন্ট।

ভিকটিমের স্বামী তথা এজাহারকারী মোঃ সিরাজ উদ্দিনও তদন্ত কমিটির সামনে প্রদত্ত জবানবন্দীর কোথাও বলেন নি যে, তার স্ত্রী ধানের শীষে ভোট দিয়েছে বা তার স্ত্রী ধানের শীষের নেতা,

৬/১/১৯

কর্মী, সমর্থক বা আসামীগণ নৌকা প্রতিকের নেতা, কর্মী, সমর্থক, পোলিং এজেন্ট বা তার স্ত্রী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনীর বিরোধের কারণে ধর্ষিতা ও প্রহৃত হন।

এভাবে, এজাহার, ভিকটিম পারুল বেগম ও তার স্বামী মোঃ সিরাজ উদ্দিনের তদন্ত কমিটির সামনে প্রদত্ত জবানবন্দী থেকেই পারুল বেগমের গত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দেওয়া বা তদ্রুপ ভোট দেওয়ার কারণে তার ধর্ষণ ও গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হওয়া বা আসামীগণের আওয়ামী লীগের কর্মী হওয়া বা আওয়ামী লীগের কোন কর্মী দ্বারা পারুল বেগমের মারপিট ও ধর্ষণের শিকার হওয়ার প্রমান পাওয়া যায় না। বরং তদন্ত কমিটি মনে করে যে, ভিকটিমের স্বামীর দায়েরকৃত এজাহারের ভাষ্য অনুসারেই পূর্ব শত্রতার জের ধরেই ঘটনার উৎপত্তি।

❖ মতামত:

এজাহারে উল্লেখিত আসামী (১) মোঃ সোহেল (২) হানিফ (৩) স্বপন (৪) চৌধুরী (৫) বেচু (৬) বাসু প্রঃ কুড়াইল্যা বাসু (৭) আবুল (৮) মোশারফ (৯) ছালাউদ্দিন এর ভিমটিম পারুল বেগমকে প্রচন্ড মারপিট করে তার হাড় ভাঙ্গা জখমসহ নীলা, ফুলা, ছিলা ও ফাটা জখম তথা ভোঁতা অস্ত্র দ্বারা গুরুতর আঘাত করার এবং তাকে ধর্ষণ করার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়। তবে, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাথে ভিকটিম পারুল বেগমের মারপিট ও ধর্ষণের শিকার হওয়ার কোন সম্পর্ক তদন্তকালে তদন্ত কমিটির সামনে উন্মোচিত হয়নি। বরং, ভিকটিমের স্বামীর দায়েরকৃত এজাহারের ভাষ্য মতেই এটি আসামীদের সাথে পারুল বেগমের পরিবারের পূর্ব শত্রুতার জের।

❖ সুপারিশ:

ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

(সুস্মিতা পাইক)
উপ-পরিচালক
ও
(তথ্যানুসন্ধান কমিটির সদস্য)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন)
উপ-পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
ও
(তথ্যানুসন্ধান কমিটির সদস্য)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীর)
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
(জেলা ও দায়রা জজ)
ও
(তথ্যানুসন্ধান কমিটির আহ্বায়ক)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন